JUL 20 2002

তারিখ ....
পৃষ্ঠা .... কলাম ....

জামায়াতপন্থী মাদ্রাসা সুপারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ॥ চট্টগ্রামে ৩শ' ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া অনিশ্চয়তার মুখে

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ॥ জামায়াতপন্থী এক সুপারের কারণে চট্টগ্রামের লোহাগাড়ার একটি মাদ্রাসার ভবিষ্যত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ৩শ' ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। এ সুপারের বিরুদ্ধে চরম দুর্নীতি, অনিয়ম, অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও এলাকার সংসদ সদস্যের সুপারিশে এবং মাদ্রাসা বোর্ডের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করে ঐ সুপার বহাল তবিয়তে নিজের আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছেন। একই সাথে গত ৯ মাস ধরে মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতনও বন্ধ।

জানা গেছে, দক্ষিণ চট্টগ্রামের লোহাগাড়া পদুয়া এলাকার মরহুম সিদ্দিক আহমদ, আহমদ আজাদ ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেন পদুয়া মিশকাতুন্নবী দাখিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮১ সালে মাদ্রাসাটি সরকারী এমপিওভুক্ত হয়। ১৯৮৯ সালে জামায়াতপন্থী শিক্ষক মাওলানা সরওয়ার আলম এবতেদায়ী প্রধান মাদ্রাসা থেকে সুপার হিসাবে নিয়োগ পান। এর পরই মাদ্রাসায় নানা দুর্নীতি, অনিয়ম চলছে বলে অভিযোগ ওঠে। মাদ্রাসা সুপারের বিরুদ্ধে ওঠে নানা অনিয়মের একাধিক অভিযোগ। সুপার নিজে মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটি গঠন করে দীর্ঘদিন ধরে সব অনিয়ম চাপা দিয়ে রাখে। মাদ্রাসার মঞ্জুরী নবায়নের জন্য জেলা শিক্ষা অফিসার পরিদর্শনে এলে সুপার তার দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য ফাঁস না হওয়ার জন্য নিজে সুপার পদ থেকে পদত্যাগ করে জনৈক নাছির উদ্দিনকে এ পদে নিয়োগ দেয়। মঞ্জুরি নবায়নের সব কাগজপত্র ঠিক হয়ে গেলে দু'মাস পর সরওয়ার আলম পুনরায় অবৈধভাবে সুপার পদে ফিরে এসে দুর্নীতির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। অভিযোগ রয়েছে, মাদ্রাসা সুপার মাওলানা সরওয়ার আলম সেক্রেটারি মোহাম্মদ আইয়ুব, সহসভাপতি আবিদ হোসেন মানুর সহায়তায় প্রায় ৬ লাখ টাকা আত্মসাত করেছে। টাকা আত্মসাতের ব্যাপারে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপপরিচালক যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, মাদ্রাসার এক বছরে আয় ৫ লাখ ৬৪ হাজার ৪শ' ৮৫ টাকা এবং ব্যয় দু'লাখ ৬০ হাজার ৫শ' টাকা। জের হিসাবে তিন লাখ ৩ হাজার ৯শ' ৮৫ টাকা উদ্বৃত্ত থাকলেও আগের কোন আগত জের বা সম্পত্তি জের দেখানো হয়নি বলে উল্লেখ করা হয়। বিধি মোতাবেক সেক্রেটারির হাতে যে টাকা থাকার কথা তার চেয়ে দু'লাখ টাকা বেশি রয়েছে বলে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

মাদ্রাসাটির পরিচালনা কমিটি ও সুপারকে নিয়ে বিতর্ক থাকার কারণে সরকারী নির্দেশে বন্ধ হয়ে যায় শিক্ষকদের বেতন-ভাতা। এলাকার মাদ্রাসাটির তদারকির দায়িত্ব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার। গত ২০০১ সালের ২৫ জুন জেলা প্রশাসকের বরাবরে প্রদত্ত এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় "মাদ্রাসার সুপার মাওলানা সরওয়ার আলম ও কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে মাদ্রাসাটি পরিচালিত হচ্ছে। মাদ্রাসাটির একাডেমিক কার্যক্রমসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিম্নমানের। মাদ্রাসার অন্য রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা দেখা যায়, সুপার মাদ্রাসার রেজুলেশন বই, ক্যাস বই প্রভৃতির সংরক্ষণ যথাযথ নয়। প্রকৃত পক্ষে মাদ্রাসার সুপার, ম্যানেজিং কমিটির কিছু সংখ্যক সদস্য পারস্পরিক যোগসাজশে মাদ্রাসাটির পরিচালনায় বিভিন্ন অনিয়ম ও অবৈধ কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে।